ভোরের কাগজ

তারিখ ... 01 SEP 1998
পৃঃ ৪ কলাম ৭

ভোরের কাগজ

এক ছাত্রের প্রশ্ন

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৯৭ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল মেধাবী ছাত্র আবু হেনা মোঃ শাহীন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এক বছরেরও অধিককাল পার হয়েছে। কিন্তু আজো সে তার ফল জানতে পারেনি। তার শিক্ষাজীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ার পটভূমিতে দেশবাসীর উদ্দেশে সে এক কাতর প্রশ্ন রেখেছে— 'আমার শিক্ষাজীবন কেন নষ্ট করা হবে?' তার পরীক্ষার ফল কী কারণে স্থগিত তা সে জানে না। কবে তার ফল প্রকাশ করা হবে সেটা সে কেন— বোর্ড কর্তৃপক্ষও জানেন কিনা সন্দেহ।

শাহীনের এই সমস্যা নিয়ে ভোরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯৫-এর এসএসসি পরীক্ষায় পাঁচটি লেটারসহ ৮১৭ নম্বর পেয়ে সে উত্তীর্ণ হয়েছিল। বোর্ডের উচ্চ পর্যায়ের সূত্র উল্লেখ করে প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষার টেবুলেশন শিটে তিনটি বিষয়ে লেটারসহ শাহীনের ৮৩৩ নম্বর রয়েছে। কিন্তু ঢাকাস্থ রাজশাহী বোর্ডের কম্পিউটার কেন্দ্রে শাহীনের আটটি বিষয়ের নম্বর না থাকায় ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই বিলম্ব কেন এক বছর অতিক্রম করে যায়? গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে শাহীন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর ফল প্রকাশের আবেদন জানায়। কম্পিউটার কেন্দ্রজনিত জটিলতাই যদি তার ফল স্থগিত রাখার কারণ হয় তাহলে সেটা দূর করতে এতো দীর্ঘ সময় কেন লাগছে? এর মধ্যে আরেকটি পরীক্ষা পার হয়ে গেছে। ১৯৯৮-এর এইচএসসি পরীক্ষায় সে অংশগ্রহণ করতে চেয়েও আইনগত বাধার কারণে করতে পারেনি। ইতিমধ্যে তার শিক্ষাজীবন এক বছর পিছিয়ে পড়েছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের আচরণে মনে হয় না তারা একটি ছাত্রের জীবনের মূল্য নিয়ে খুব একটা ভাবেন। পিতৃহারা একটি ছাত্র, জমির আয় এবং টিউশনি করে যার পড়ার খরচ চলে, তার জীবন থেকে একটি বছর হারিয়ে যাওয়া মানে তার কতো ক্ষতি হলো সে হিসাব কে করবে? এর ক্ষতিপূরণই বা দেবে কে? বোর্ড কর্তৃপক্ষ কি এসব কথা কখনো ভাবেন? প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ যেহেতু বোর্ড কর্তৃপক্ষকে করতে হয় সেহেতু সেখানে কিছু ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু একটি স্থগিত ফল প্রকাশে এক বছরেরও অধিককাল বিলম্ব হবে এটা আমরা কোনোভাবেই মানতে পারি না।

আমরা এর আগে দেখেছি, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে স্কুল-কলেজগুলোতে একটি দুর্নীতিচক্র গড়ে উঠেছে। যাদের সহযোগিতায় নানারকম অনিয়ম-দুর্নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে এসব দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আমরা আশা করবো, বোর্ড কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে একটি মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাজীবন এক বছর যে ব্যাহত হলো তার সুষ্ঠু তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তির শাস্তির ব্যবস্থা উর্ধ্বতন মহল থেকে নেওয়া হবে। তবে সবকিছুর আগে আমাদের দাবি হলো; অতিসত্বর তার পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হোক।